জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৯শে শ্রাবণ বুধবার ১৩৬৪ ইংরাজী 14th Aug. 1957 | ১২শ সংখ্যা

২৩শে শ্রাবণ ১৮৭৯ শকাব্দ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

দূরের মানুষ কাছে হয়

ফটো যদি সঙ্গে রয়

রঘুনাথগঞ্জ থানার উত্তরে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম

হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়। আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট

"আইওলিন"

চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল

খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৬৪ সাল।

১৫ই আগষ্ট

—০—

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট হইতে ইংরাজ ভারতের অধিকার ভারতীয়দের হস্তে প্রদান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থানের পন্থা দেখিয়াছেন। লোকে বলে ইংরাজ এমন লাভের ভারতবর্ষ ছাড়িয়া কেন চলিয়া যাইতে সম্মত হইল তাহার বহু কারণ আছে। জার্ম্মানীর হিটলার, ইটালীর মুসোলিনী প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই ইংরাজের ভারত ত্যাগের কল্পনার কারণ। সবার উপরে ভারতের নেতাজী সুভাষচন্দ্র যখন ইংরাজের অধিকৃত ভারতবর্ষের বাংলার রাজধানী কলিকাতায় তাঁহার বাসভবন হইতে তদানীন্তন বাংলার অন্যতম শাসনকর্ত্তা নাজিমুদ্দিনের অধীনস্থ পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া কোন্ রূপে উধাও হইয়া আফগানিস্থানের পথে জার্ম্মানীর হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজের অনভ্যস্ত সাবমেরিনের যাত্রী হইয়া জলচর প্রাণীর মত ডুবিয়া ডুবিয়া ভারতের প্রান্তস্থিত প্রদেশে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ভারতীয়গণের মধ্যে একতা আনিয়া আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন ও আজাদ হিন্দ্ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইলেন, তখন ইংরাজ বুঝিল যে এই পল্টনের মধ্যে যে কয়টি সম্প্রদায় আছে, ইংরাজের সেনাবাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা আনিতে আর বেশী বেগ পাইতে হইবে না। এই ভাবিয়া ভারতের বিবদমান দুই সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে রাজ্য বন্টন করিয়া বিবাদের বীজ বপনের মতলব করিয়া বৃহদংশ কংগ্রেস নামক হিন্দু সংখ্যাধিক্য দলের ও মোস্লেম লীগ নামক মুসলমান দলের হাতে ভারতবর্ষের উত্তর ও পূর্ব্ব অংশের কিয়দংশ প্রদান করিয়া ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের এই তারিখে লেখাপড়া শেষ করিয়া ফেলিল।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন তখন ভারতের শাসনকর্ত্তা (গবর্ণর জেনারেল) কংগ্রেস নামক ভারত রাজ্যের অংশীদারগণ নিজেদের কোন শাসনকর্ত্তা নিয়োগ না করিয়া ইংরাজের শাসনকর্ত্তা লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকেই শাসনকার্য্যে বাহাল রাখিলেন। মোস্লেম লীগ তাহার প্রাপ্ত অংশের পূর্ব্ব কল্পনা অনুসারে পাকিস্থান নামকরণ করিয়া দলের দলপতি জিন্না সাহেবকে কায়েদে আজম আখ্যা দিয়া পাকিস্থানের শাসনকর্ত্তা রাখিলেন।

ইংরাজ ভারতবর্ষকে দুই ভাগ করিয়া দুই দলকে সম্প্রদান করিয়া যে ভেল্কী লাগাইয়া গেলেন তাহা বিফল হয় নাই। প্রায় তামাসা লাগিয়াই আছে।

মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের নিয়মানুসারে ।০ আনা চাঁদা দিয়াও তাহার মেম্বর হন নাই। তবুও তিনি এই কংগ্রেস দলের সর্ব্বে-সর্ব্বা কর্ত্তা ছিলেন। এই দলের লোকেরা তাঁহাকে বাপুজী অর্থাৎ পিতাজী আখ্যায় পরিচিত করিয়াছিলেন। তিনি কংগ্রেসী না হইয়াও এই দলের কর্ত্তা আর দলের অন্যান্য সকলেই তাঁহার ভক্ত হইয়া কর্ত্তাভজার দল রূপে পরিণত হইয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ইংরাজ যখন ভারত রাজ্য ও পাকিস্থান এর মধ্যে টাকা কড়ি ভাগ করিয়া দেয় তখনকার হিসাবে স্থির হয় ভারত পাকিস্থানের নিকট ৩০০ কোটি টাকা পাইবে। আর পাকিস্থান ভারতের কাছে ৫৫ কোটি টাকা পাইবে। সাধারণভাবে দেনা পাওনা চুকাইয়া দিলে ভারত হিসাব মত পাকিস্থানের নিকট ২৪৫ কোটি টাকা পায়।

মহাত্মা গান্ধীজির উদারতা জগদ্বিদিত। তিনি কংগ্রেস দলকে নির্দ্দেশ দিলেন—ভারতের পাওনা ৩০০ কোটি টাকা হইলেও পাকিস্থানের ৫৫ কোটি টাকা পাকিস্থানকে মিটাইয়া দিতে হইবে। না দিলে তিনি অনশন করিবেন। বাপুজীর টাকা নয়, টাকা ভারতের জনসাধারণের তবুও তাহা পাকিস্থানকে দেওয়া হইল। বাপুজীর খেয়ালে ভারতের ৫৫ কোটি টাকা যাহারা ভারতকে শত্রু বলিয়া সর্ব্বদা শত্রুতা করিতেছে, তাহাদের শুধু শুধু দেওয়া হইল। অনেকের মনে এই সব কর্ত্তাদের খেয়াল অপছন্দ হইলেও অধিকাংশের মতে মত দিয়া অকাণ্ড কুকাণ্ডকেও সহ্য করিতে বাধ্য হয়। বাপুজীর ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীতে যাওয়ার খেয়াল পূর্ণ করিবার জন্য তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীকে আরামপ্রদ করিবার ব্যয় লক্ষ্য করিয়া জনৈকা মহিলা নেত্রী রঙ্গ ব্যঙ্গ করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে না পারিয়া ইংরাজীতে বলিয়াছিলেন—We are bound to pay much to preserve Mahatmaji's poverty. বাংলা অর্থ—মহাত্মাজীর দারিদ্র্য রক্ষার জন্য আমাদের মবলগ ব্যয় করিতে হয়।

এ হেন বাপুজীকে এক শ্রেণীর ভারতীয় জাতির জনক বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। তাঁহার খেয়ালে নিজেদের ৩০০ কোটি টাকা অনাদায় রাখিয়া মজুত তহবিল হইতে ৫৫ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইল। ইহার আদর্শ যাহাদের অনুকরণীয় তাহাদের খেয়ালে ভারতের বহু টাকা ন দেবায় ন ধর্ম্মায় ব্যয় হইয়া গিয়া এই দশ বৎসরের মধ্যে অমিতব্যয়িতার পরিণতি উপলব্ধি হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

ভারতের শাসনতন্ত্রের নাম হইয়াছে প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র। কি সাধারণের বা প্রজাসাধারণের কোন হাত নাই এতে। গুটি কত অর্বাধুনীর হাতে রন্ধনের ভার দেওয়ার মত ন্যায় বিচার শূন্য লোকের হাতে দেশ শাসনের ভার পড়িয়া পরিকল্পনা নামক খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া সঞ্চিত অর্থে চোরের পেট ভরাইয়া সমস্ত দেশকে অভাবের পীড়ন সহ্য করিতে বাধ্য করা হইতেছে।

দেশ যে স্বাধীনতা চাহিয়াছিল আজ দুটো মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের অভাবে স্বাধীনতাকে স্বাদহীনতা, সাধহীনতার এবং শ্বাধীনতার মূর্ত্তিতে দেখিতেছে।

প্রথম স্বাধীনতা দিবসের ১৬৭ দিবসের মধ্যেই জাতি তাহার জনক মহাত্মাজীকে হারাইতে বাধ্য হয়।

বিশেষ আশঙ্কা আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলায় কয়েক দিন হইতে শাসন পরিষদের সভ্যগণের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার অসভ্যতা পরিদৃষ্ট হইতেছে। কংগ্রেস দলের যাঁহারা নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে প্রার্থী

মনোনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের **মনোনয়নের মন** ও **নয়নের** ভূয়সী প্রশংসা (?) না করিয়া পারা যায় না। আসানসোলের ষ্টেশনে ধ্বংসকারী বারুদ তুবড়ী ইত্যাদিও না জানি কোন্ উৎসব বা উৎপাতের জন্য আনীত হইয়াছিল তাহাই বা কে নির্দ্ধারণ করিবে?

মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিল

১৯৫৭ সালের ৮ই আগষ্ট মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে মোট সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ১৬৭১৪২২৲ টাকা। —(বেসরকারী নোট)

মাহিষ্য সম্প্রদায়কে অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত করার আবেদন

মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ রায় সকাশে প্রতিনিধিমণ্ডলী

নিখিল ভারত মাহিষ্য মহাসভার পশ্চিমবঙ্গ শাখার একটি প্রতিনিধিমণ্ডলী পশ্চিমবঙ্গের বিচার ও উপজাতি উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মাহিষ্য সম্প্রদায়কে অনুন্নত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ জানান বলিয়া প্রকাশ।

এই বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক্তিয়ারভুক্ত বলিয়া শ্রী রায় নাকি এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত আলাপ-আলোচনা করিবেন বলিয়া প্রতিনিধিমণ্ডলীকে আশ্বাস দেন।

---

৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মুর্শিদাবাদে মানসিক ব্যাধি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আট শত শয্যাযুক্ত একটি মানসিক ব্যাধি চিকিৎসালয় মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর সদরে অথবা সন্নিহিত উপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করিতেছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় পনর হাজার লোক মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত। ইহাদের জন্য পশ্চিমবঙ্গে কোনও উন্নত পর্য্যায়ের চিকিৎসালয় নাই। এত অধিক রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থা রাঁচির হাসপাতালেও সহজসাধ্য নহে। সুতরাং এই পরিকল্পনা রূপায়িত হইলে পশ্চিমবঙ্গের একটি গুরুতর অভাব দূরীভূত হইবে।

ডাঃ রায় গত ৪ঠা আগষ্ট অন্যান্য কতিপয় মন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সহ বহরমপুর বালিকা মহাবিদ্যালয়ের উদ্বোধন জন্য আসিয়া হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত স্থানেরও সন্ধান জন্য লালগোলা ও বহরমপুর পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ লালগোলাতেই চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। কারণ রাজবাটী ও তৎসংলগ্ন স্থান সরকার বাহাদুর যখন ক্রয় করিতেছেন তখন স্থানের অভাব হইবে না।

জাপান কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের দানের প্রাপ্তি স্বীকার

জাপানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ নোবুশুকে কিশি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন।

"কিউসুর সাম্প্রতিক বন্যায় যে দুঃখ দুর্দ্দশার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে সহানুভূতি জানাইয়া আপনি যে তার প্রেরণ করিয়াছেন তাহার জন্য জাপান সরকার ও জাপানের জনগণের পক্ষ হইতে এবং আমার নিজের পক্ষ হইতে আমি আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত বন্যার্ত্ত জনগণের জন্য আপনার দ্বারা প্রেরিত দ্রব্যাদির প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া জানাইতেছি যে জাপান রেড ক্রশ সমিতির তত্ত্বাবধানে ঐ সব দ্রব্য কিউসুতে প্রেরণ করা হইয়াছে।"

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত সপ্তাহে জাপানে ঔষধপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। —(বেসরকারী নোট)

খাদ্যাভাবে নিজ সন্তান পদ্মার জলে ফেলিবার চেষ্টা

গত ২রা শ্রাবণ সকাল বেলা চোয়াপাড়া গ্রামের ননীগোপাল চৌধুরী খাদ্যাভাবে তাহার ৭ ও ৪ বর্ষীয়া ২ মেয়েকে বস্তায় পুরিয়া পদ্মায় ফেলিয়া দিবার মতলবে তাহাদের লইয়া দড়ি ও বস্তা হাতে পদ্মার দিকে যাইতেই জলঙ্গীর পোষ্ট মাষ্টার অবিনাশ বাবু দেখিতে পাইয়া বাজারে লইয়া আসেন। সেখানে তাহাকে সামান্য সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

—মুর্শিদাবাদ সংবাদ

দিল্লীতে রবীন্দ্র স্মরণ অনুষ্ঠান

ঠাকুর সোসাইটির উদ্যোগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ১৬তম তিরোভাব বার্ষিকী দিল্লীতে উদ্‌যাপন করা হয়। বহু বক্তা এই সভায় বক্তৃতা করেন।

অসামরিক বিমান চলাচল দপ্তরের মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

রিলিফ অফিসার অভিযুক্ত

কলিকাতার দুর্নীতি দমন বিভাগের ইন্সপেক্টর শ্রী এ, সেন গুপ্ত কান্দী মহকুমার বরঞা থানার অন্তর্গত মালিয়ান্দী গ্রামের বন্যার্ত্তদের খয়রাতি সাহায্য বিতরণ কার্য্যে নিযুক্ত রিলিফ অফিসার শ্রী এ, সি, বালা ও ঐ গ্রামের সনাক্তকারী শ্রীঅনাথবন্ধু দাসকে টাকা আত্মসাতের অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়াছেন। কান্দীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী এম, কে, তালুকদার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছেন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৭

১৯৫৭ সালের ডিক্রীজারী

১৮ অন্য ডিঃ লুটন রায় ওরফে লুটু রায় দেং মণীন্দ্রনাথ দাস ওরফে মণি কম্পাউণ্ডার দিং দাবি ৭৭ টাকা ১৯ নয়া পয়সা থানা সুতী মৌজে রমাকান্তপুর ২৮ শতকের কাত ১৶৩ আঃ ২৫৲ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৫০ শতকের কাত ৩৶৩ আঃ ৪০৲

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

KA-18

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ম" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৯

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত
ইলেকট্রিক সলিউসন
— দ্বারা —
মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেন্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স
মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্, সাইকেলের পার্টস এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

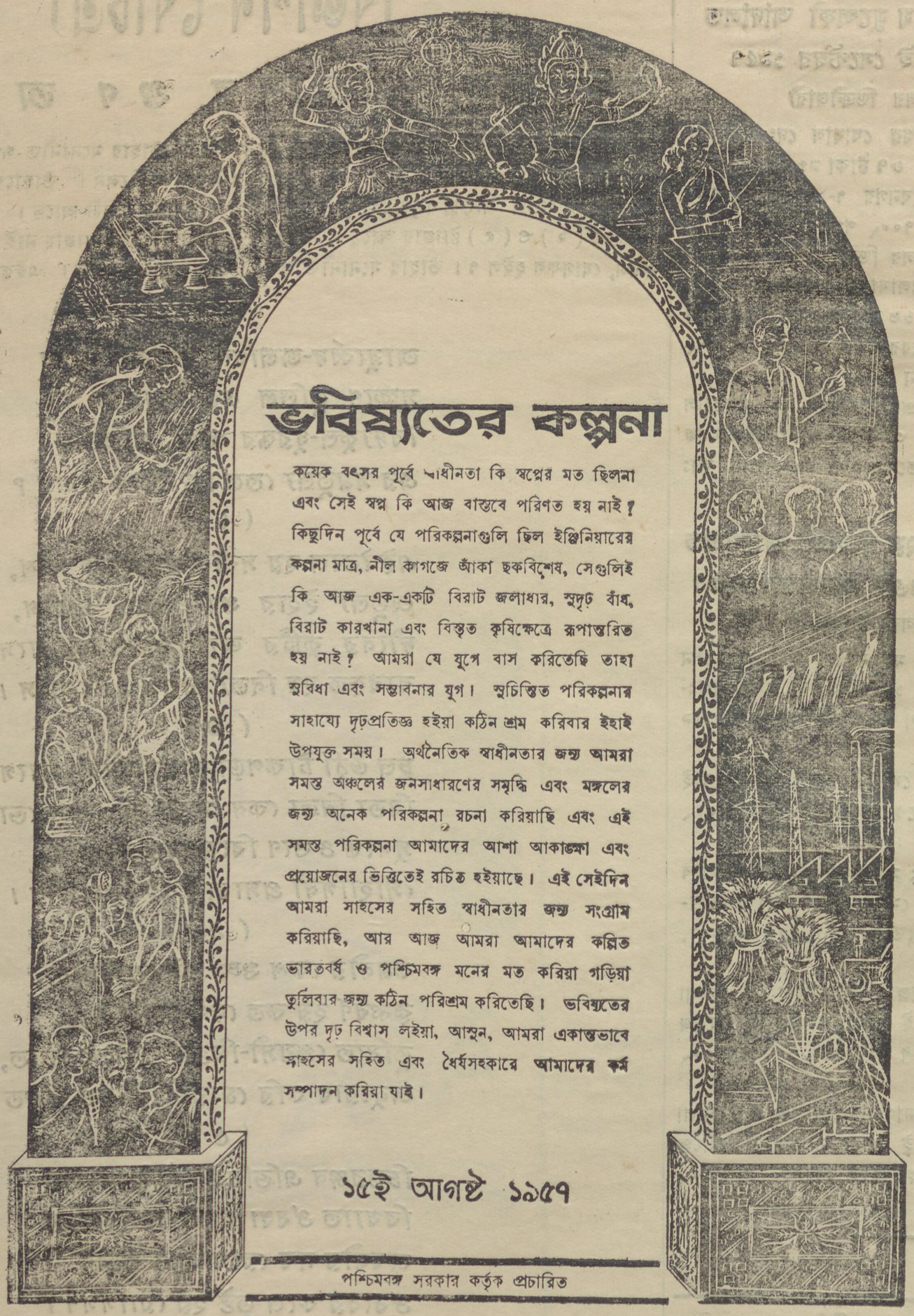

ভবিষ্যতের কল্পনা

কয়েক বৎসর পূর্বে স্বাধীনতা কি স্বপ্নের মত ছিলনা এবং সেই স্বপ্ন কি আজ বাস্তবে পরিণত হয় নাই? কিছুদিন পূর্বে যে পরিকল্পনাগুলি ছিল ইঞ্জিনিয়ারের কল্পনা মাত্র, নীল কাগজে আঁকা ছকবিশেষ, সেগুলিই কি আজ এক-একটি বিরাট জলাধার, সুদৃঢ় বাঁধ, বিরাট কারখানা এবং বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয় নাই? আমরা যে যুগে বাস করিতেছি তাহা সুবিধা এবং সম্ভাবনার যুগ। সুচিন্তিত পরিকল্পনার সাহায্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কঠিন শ্রম করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য আমরা সমস্ত অঞ্চলের জনসাধারণের সমৃদ্ধি এবং মঙ্গলের জন্য অনেক পরিকল্পনা রচনা করিয়াছি এবং এই সমস্ত পরিকল্পনা আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতেই রচিত হইয়াছে। এই সেইদিন আমরা সাহসের সহিত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছি, আর আজ আমরা আমাদের কল্পিত ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য কঠিন পরিশ্রম করিতেছি। ভবিষ্যতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া, আসুন, আমরা একান্তভাবে সাহসের সহিত এবং ধৈর্যসহকারে আমাদের কর্ম সম্পাদন করিয়া যাই।

১৫ই আগষ্ট ১৯৫৭

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৭

১৯৫৬ সালের ডিক্রীজারী

৩৬৭ খাং ডিঃ বিশ্বেশ্বর ঘোষাল দেং কৈবল্য-দায়িনী দেবী দিং দাবি ৮৭ টাকা ৯৫ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সাহেবনগর ৭-১৭ শতকের কাত নিজাংশে ১১।৵৫॥ আঃ ৭০৲ খং ১২৭

১৯৫৭ সালের ডিক্রীজারী

৭১ খাং ডিঃ অমলাবালা দেবী দেং হরিহর ঘোষাল দাবি ১১ টাকা ৮৬ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মণ্ডলপুর ২ একরের কাত ৫৸৵১০ আঃ ৫০৲ খং ৯৫৪ রায়ত স্থিতিবান

৯৩ খাং ডিঃ অন্নদাপ্রসাদ ভাদুড়ী দেং নজরালি সেখ দাবি ৩২ টাকা ৩ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রাণীনগর ২২ শতকের কাত ৪৸৩ পাই আঃ ২৫৲ খং ৩৭

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৭

১৯৫৭ সালের ডিক্রীজারী

৩৯ খাং ডিঃ কমন ম্যানেজার মনোরঞ্জন সেন দেং হৃষিকেশ রায় দাবি ১২০৸৯ পাই থানা সাগর-দীঘি মৌজে ঘুগড়ীডাঙ্গা ৪-৬৮ শতকের কাত ২৬॥৯ আঃ ৫০৲ খং ২, ৩৮

৪০ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৭৪।৵৬ পাই মৌজাদি ঐ ২-৭৪ শতকের কাত ১৫॥৯ আঃ ৫০৲ খং ৮৯, ১৬১

৪১ খাং ডিঃ ঐ দেং সতীশচন্দ্র পাঁড়ে দিং দাবি ১২৩৸৬ পাই থানা ঐ মৌজে ঘুগড়ীডাঙ্গা ও চোর-দীঘি ৬-২২ শতকের কাত ৪০৲ আঃ ৫০৲ খং ১৫২, ১৩৭, ২৪৫

৬৬ খাং ডিঃ মহারাজ বাহাদুর সিংহ দেং কমলা দেবী দাবি ২০৯॥৬ পাই থানা সাগরদীঘি মৌজে জিনদীঘি ৭-৩৯ শতকের কাত ৩৪॥/১০ আঃ ৫০৲ খং ২১

৬৮ খাং ডিঃ ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দিং দেং কমলা দেবী দাবি ১৭৸৬ পাই থানা সাগরদীঘি মৌজে জিনদীঘি ৭-৩৯ শতকের কাত ৩৪॥/১০ আঃ ১০৲ খং ২১

———

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

জবাকুসুম তৈলের গুণ অতুলনীয়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ (লে) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয়া অবশ্য বলিবেন (২) ও (৫) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ (লে) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন, যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়।

(১)

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন
সুক্ষণে তুলিল এই মহামূল্য ধন
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায়;
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায় ?

(২)

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ,
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

(৩)

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে !
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

(৪)

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

(৫)

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্ট হয় রোগিগণ।

রচনা—শ্রীশরৎ পণ্ডিত (দা' ঠাকুর)